আমার কবিতার ভুবন

সুনির্মল কুণ্ডু

কেউ তো আমাকে লিখতে বলেনি। কেন লিখি?

১৯৬১ সালের কথা। পাড়ার (সোনারপুর থানার রাজপুর-এর কাছে দক্ষিণ জগদ্দল গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধুনা) ক'জন দাদা কবিতা লিখছেন, অনেক কাগজে তাঁদের লেখা বেরুত, ভাবতাম—আমিও তো চেষ্টা করলে পারি।

স্কু[illegible]র্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। আমাদের বাংলা ভাষার মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় সজল রায়চৌধুরী (খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রয়াত) ডাকলেন। একটা কবিতা দিতে বললেন ঐ ম্যাগাজিনের জন্য। আগে বেশ কিছু লিখেছি এলোমেলো, ছড়িয়ে ছিল, তা থেকে মনে ধরল না একটাও। লেখা হচ্ছিল না।

তেমন কাজ হাতে না থাকলে একজনের বাড়ি প্রায়ই যেতুম, তাঁর প্রশ্রয়ও পেতুম। তিনি ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' (নব পর্যায়) পত্রিকার সম্পাদক কবি-কথাকার বিষ্ণু চক্রবর্তী (প্রয়াত)। তাঁর স্নেহে এবং সজল স্যারের তাড়ায় লিখছি—লিখেই চলেছি, মন ভরছে না। গণসঙ্গীতশিল্পী অজিত চক্রবর্তী (সম্প্রতি প্রয়াত) আমাকে এ-সময় পড়তে দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'সাগর থেকে ফেরা' এবং জসিমউদ্দিনের একটি কবিতার বই। 'তপোধনস্মৃতি পাঠাগার' থেকে পেলুম কাজী নজরুলের 'সঞ্চিতা'। তখন কবি সমীরণ মুখোপাধ্যায় কবি দিনেশ দাশের খুব কাছের মানুষ ছিলেন, সমীরদার ভরসায় হাতে লেখা 'খেয়া' পত্রিকা বের হল মূলত আমারই উৎসাহে ও সম্পাদনায়, আমার স্কুলের বন্ধুরা (বিশেষ করে স্বপন মৈত্র) এবং প্রাথমিক স্কুল জীবনের পাড়ার মেয়ে ঊষা ভট্টাচার্য (এখন চক্রবর্তী) কম সাহায্য করেনি পত্রিকা প্রকাশনায়।

একটা প্রস্তুতিপর্ব আগেই ছিল। নিজের ভিতরে একটা অস্থির ইচ্ছা অ্যাতোদিনে ফলপ্রসূ কিছু সৃষ্টি চাইছে, লিখছি। অজিতদার, বিষ্ণুদার এবং যাঁর নাম ভুললে অন্যায় হবে, বন্ধু কবি-সাংবাদিক (গণশক্তি) প্রয়াত সুধীর চৌধুরীর সম্মিলিত সহযোগিতা আমার হাত দিয়ে অজস্র কবিতা লিখিয়ে নিল। চাকরিসূত্রে বামপন্থা এবং মার্ক্সবাদের প্রতি আমার সারাজীবনের মতাদর্শ অন্বিষ্ট হল, আমি লিখলাম আমার দায়বদ্ধতার কথা—সামাজিক অবস্থানের কথা— মানুষের প্রতি বিশেষ বিশ্বাসের কথা—শ্রেণিবিন্যাসে শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সপক্ষে আমার ভাবনা আমার কবিতার মূল স্রোত হয়েই থাকল, কোনও সময়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় সেই ভাবনাচ্যুত করতে পারবে না আমাকে।

কেউ লিখতে না বললেও (এখন অনেকে লেখা চেয়ে থাকে) লিখি। লু-শুনের কথায়, একটা আদর্শজাত আত্মিক প্রেরণায়, এখনও বলতে হয়—কেন লিখি এবং কার জন্য লিখি। কী লিখি—সে উত্তর পেতে খুবই ইচ্ছে করে কবিতার পাঠকদের কাছ থেকে।

আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, আমার কবিতায় কখনও কখনও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিগুলো

কাব্যভাষা পায়—সেখানেও শোষণ এবং শোষণমুক্তির লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না, আমি চাই "শব্দভেদী কবিতার ভাষা" কেননা "কবিতা আমার মাতাবে না কারো নিশীথ-জলসাঘর।" "আমি জোর দিয়ে বলতেই পারি—আমার কথার সত্যতায়/ মানুষ সত্যি মুক্তি চায়"। তাই লিখে যাচ্ছি সেই মুক্তির জন্য,—মুক্তিসংগ্রাম-এর জয়ের জন্য লিখে যাব কবিতা, যেমন লিখে এসেছি প্রায় ৫৪ বছর ধরে।